প্রথম আলো

তারিখ 12 APR 2016
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৬

আনসারুল্লাহ হত্যা করেছে নাজিমকে

পুলিশের ধারণা

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

পুলিশের ধারণা, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও অনলাইন অ্যাকটিভিস্ট নাজিম উদ্দিন সামাদকে আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের কোনো একটি গ্রুপ হত্যা করেছে। গতকাল সোমবার পুলিশের কাউন্টার টেররিজম ইউনিটের প্রধান অতিরিক্ত কমিশনার মনিরুল ইসলাম সাংবাদিকদের এ কথা বলেন।

মনিরুল বলেন, হত্যার ধরন দেখে তাঁরা এখন পর্যন্ত ধারণা করছেন যে আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের কোনো গ্রুপের হাতে নাজিম খুন হয়েছেন। ছায়াতদন্তে এ-সংক্রান্ত বেশ কিছু তথ্যও মিলেছে। ওই গোষ্ঠীটিকে শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে। এ ছাড়া মামলার তদন্তভার শিগগিরই পুলিশের গোয়েন্দা দলের (ডিবি) কাছে হস্তান্তর করা হবে বলেও জানান তিনি।

ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে পয়লা বৈশাখ নিয়ে এক সংবাদ সম্মেলন শেষে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন তিনি।

গত বুধবার রাতে ক্লাস শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ে ফেরার পথে সূত্রাপুরের ইরামপুর মোড়ে দুর্বৃত্তরা নাজিমকে কুপিয়ে ও গুলি করে হত্যা করে। ঘটনার পাঁচ দিন পরও পুলিশ ওই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি।

নাজিম হত্যার ঘটনায় দায়ের হওয়া মামলার তদন্ত কর্মকর্তা সূত্রাপুর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) সমীর চন্দ্র সূত্রধর *প্রথম আলোকে* বলেন, নাজিমকে কারা, কেন হত্যা করেছে, তা এখনো জানা যায়নি। বেশ কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে কথা বলে তাঁর সম্পর্কে ধারণা নেওয়া হয়েছে। তাঁর সঙ্গে কারও শত্রুতা ছিল কি না, সে বিষয়টি জানার চেষ্টা চলছে। এখন পর্যন্ত ঢাকা ও তাঁর এলাকার ১২ জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে বলে জানান তিনি।

বিয়ানীবাজারে মানববন্ধন: নাজিম উদ্দিন হত্যাকারীদের শনাক্ত করে দ্রুত বিচারের দাবি জানিয়েছেন বিয়ানীবাজারবাসী। এ ছাড়া এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঠেকানো যাবে না বলে মনে করেন তারা। গতকাল দুপুরে বিয়ানীবাজার পৌর শহরের পিএইচজি হাইস্কুলের সামনে গণজাগরণ মঞ্চ বিয়ানীবাজার শাখা মানববন্ধনের আয়োজন করে। বেলা দুইটা থেকে প্রায় এক ঘণ্টা চলে মানববন্ধন।

মানববন্ধন চলাকালে প্রতিবাদ সমাবেশও হয়। বিয়ানীবাজারে গণজাগরণ মঞ্চের সংগঠক হাসান শাহরিয়ারের সঞ্চালনায় সমাবেশে বিয়ানীবাজার উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আতাউর রহমান খান, মুক্তিযোদ্ধা আবদুল মালিক ফারুক, শিক্ষাবিদ আলী আহমদ, কলেজশিক্ষক ফয়সল আহমদ, সঞ্জয় আচার্য, নাট্য সংগঠক আবদুল ওয়াদুদ, উদীচী বিয়ানীবাজারের আহ্বায়ক ছরওয়ার হোসেন, বিয়ানীবাজার প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মিলাদ মো. জয়নুল ইসলাম, সিলেট জেলা ছাত্রলীগের আপ্যায়ন সম্পাদক পাভেল মাহমুদ বক্তব্য দেন।